মাস মাইনে ৬০০ মাত্র, তাঁদের দিকে তাকান মুখ্যমন্ত্রী, দাবি পঞ্চায়েত কর আদায়কারীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা: বাজার দর চড়া। লাগাম দেওয়া যাচ্ছে না খরচে। কিন্তু রোজগার তো বাড়ছে না কিছুতেই। সব মিলিয়ে কঠিন এক পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছেন বাংলাজুড়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের কর আদায়কারীরা। কাজের বিনিময়ে যেটুকু বেতন ও কমিশন তাঁরা পান, তাতে সংসার চালানো অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ছে তাঁদের পক্ষে। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের জন্য অনলাইনে কর জমা করার সুবিধা চালু করছে রাজ্য সরকার। তাতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছেন ওই কর আদায়কারীরা। তাঁদের আশঙ্কা, এতে তাঁদের রোজগার আরও কমতে পারে। অবিলম্বে তাঁদের জন্য কোনও আর্থিক সুরাহা ঘোষণা করুক সরকার, চান তাঁরা।

এরাজ্যে 'গ্রাম পঞ্চায়েত ট্যাক্স কালেক্টিং সরকার' নামে যে পদ রয়েছে, সেই পদাধিকারীরা সাধারণত গ্রামীণ এলাকার বাড়ি ও জমির কর আদায় করেন। বর্তমানে তাঁদের মাস মাইনে মাত্র ৬০০ টাকা। এই টাকা আসে রাজ্যের কোষাগার থেকে। গ্রাম পঞ্চায়েতের তহবিল থেকে আসে আরও ১৫০ টাকা।

ট্যাক্স কালেক্টরদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ গ্রাম পঞ্চায়েত কর আদায়কারী সমিতির সহ-সম্পাদক শেখ আমানউল্লার কথায়, বেতনের সঙ্গে আমরা কমিশন পাই। সেটাও সামান্যই। কিন্তু আদায়ের পরিমাণ এত কম যে, তা সংসার চালানোর জন্য মোটেই যথেষ্ট নয়। পাশাপাশি ৬০০ টাকা বেতনও বেশ অনিয়মিত, জানান তিনি। কোথাও কোথাও এই টাকাও দু'বছরের বেশি বকেয়া রয়েছে! আবার পঞ্চায়েতের নিজস্ব তহবিল থেকে যে ১৫০ টাকা পাওয়ার কথা, তাও সব পঞ্চায়েত দেয় না বলে অভিযোগ।

শেখ আমানউল্লা বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের মানুষের জন্য নানারকম আর্থিক প্রকল্প চালু করেছেন। সরকারের কাজে যুক্ত নানা স্তরের কর্মীদের বেতন বা প্রাপ্য টাকার অঙ্ক বাড়িয়েছেন তিনি। সেই সূত্রে আমরাও আশায় বুক বাঁধছি। আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি লিখে আমাদের দাবির কথা জানিয়েছি।

সংগঠনের কোষাধ্যক্ষ কার্তিক ঘোষ বলেন, সরকার অনলাইনে পঞ্চায়েতের কর আদায় করার সুযোগ করে দিচ্ছে। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। আমরা আর্থিক নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি। আশা করি, সরকার আমাদের কথা চিন্তা করে কোনও মানবিক পদক্ষেপই করবে।